পলিসি ব্রিফ
৭৪ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়

'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এই জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা এবং জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা। ২০১৭ সালের জরিপে বিভিন্ন সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর' ২০১৭ পর্যন্ত নির্বাচিত বাংলাদেশের খানাসমূহ সেবা গ্রহণকালে যে দুর্নীতির সম্মুখীন হয় তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জরিপে ভূমি সেবাসহ ১৫টি খাতের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ফলাফল উপস্থাপন করা হয়, যা ৩০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়।

জরিপে অংশ নেওয়া মোট ১৫,৫৮১টি খানার মধ্যে ১৬.০ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের ভূমি সেবা গ্রহণ করেছেন। ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে মোট ৪৪.৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৪৩.৩ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৪৬.১ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৭.৯ শতাংশ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, যার পরিমাণ গড়ে ১১,৪৫৮ টাকা। এছাড়াও ৯.৯ শতাংশ খানা সময়ক্ষেপণ, ৩.১ শতাংশ খানা দালাল বা উমেদার কর্তৃক হয়রানি, ১.৩ শতাংশ খানা জরিপের সময় ভূমির পরিমাণ কম দেখানো ও প্রকৃতি পরিবর্তন এবং ২.৪ শতাংশ খানা অন্যান্য ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির বিশ্লেষণে দেখা যায় সর্বাধিক সংখ্যক খানা জেলা রেকর্ডরুমে সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৭১.১%) । এছাড়া উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে ৬৮.৬ শতাংশ, উপজেলা ভূমি অফিসে ৬২.৬ শতাংশ, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৪২.০ শতাংশ এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ২৭.৮ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে, সেবাভেদে দুর্নীতির বিশ্লেষণে দেখা যায় সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে নামজারিতে সর্বাধিক সংখ্যক খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৬৫.২%)। এছাড়া ভূমি জরিপে ৫৯.৬ শতাংশ, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ৫২.৬ শতাংশ, হেবা এবং দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৪২.৫ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানাগুলোর মধ্যে ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭২.৮ শতাংশ 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' বলে উল্লেখ করেছে।

এই জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং এ খাতের ওপর ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে ভূমি সেবায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও গ্রাহক হয়রানি হ্রাস সর্বোপরি দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সহায়ক হিসেবে নিম্নলিখিত সুপারিশসহ টিআইবি প্রণীত এ পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হল।

সুপারিশমালা

আইন ও নীতি

১. ভূমিহীন বিধবা ও পরিত্যক্ত নারীদের কৃষি খাসজমি পাওয়ার শর্ত হিসেবে সক্ষম পুত্র থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করতে হবে।

২. ভূমি বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ (এনজিও প্রতিনিধি/সুশীল সমাজ, পেশাজীবি সংগঠন, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

৩. জাতীয় বাজেটে ভূমি খাতের জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে যা এ খাতের ডিজিটাইজেশন কর্মকাণ্ড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও দৈনন্দিন অফিস ব্যবহার্যের জন্য ব্যয়িত হবে।

৪. ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পরিচালনার জন্য একক অধিদপ্তর গড়ে তুলতে হবে।

৫. ভূমি জরিপ কার্যক্রমে এবং ভূমি প্রশাসনে জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. ভূমি সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগে পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭. উপজেলা পর্যায়ে সকল ভূমি সেবা বিশেষ করে নামজারি, তথ্য সরবরাহ সেবাসহ অন্যান্য সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

৮. ডিজিটালাইজেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ ব্যবস্থায় সমন্বিত ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের সকল ভূমি সেবা পর্যায়ক্রমে দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) কর্তৃক ভূমি সেবার ক্ষেত্রে সৃষ্ট নতুন সম্ভাবনার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করতে হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে এ সেবা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৯. ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নাগরিক সনদ ও তথ্যবোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে এবং এসব কার্যালয়ে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে স্বপ্রণোদিতভাবে জনস্বার্থে প্রকাশিতব্য সকল তথ্য প্রকাশ ও তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

১০. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সরকারি নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমি অফিস/কার্যালয়ের উদ্যোগে নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন করতে হবে। শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার

১১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের জন্য প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

১২. ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্নীতিগ্রস্ত ভূমি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ও অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতসহ নেতিবাচক প্রণোদনার পাশাপাশি কার্যসম্পাদনে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. ভূমি সেবা কার্যালয় সমূহের যেসকল অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে দালাল ও উমেদার তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে তাদেরকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। দালালদের চক্র ভেঙ্গে দিয়ে এ ধরনের সকল অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারী ও গ্রহীতাসহ সকল পর্যায়ে প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh